

ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ

ଶ୍ରୀଚିତ୍ରଞ୍ଜନ ଦାଶ

Published by

porua.org

অন্তর্যামী

কেমনে লাগিয়া গেছ, মন-তটে!
কেমনে জড়ায়ে গেছ, আঁখি-পটে!
সকল দরশ মাঝে
তুমি উঠ ভেসে!
সকল পরশ মাঝে
তুমি উঠ হেসে!
সকল গণনা মাঝে
তোমারেই গুণি!
সকল গানের মাঝে
তব গান শুনি!
ওগো তুমি মালাকর
মন-মালিকার!
সাথী তুমি, সাক্ষী তুমি
সব সাধনার!
কেমনে জ্বালিলে দীপ, আঁখি-আগে!
নিরখি নিরখি মোর, প্রাণ জাগে!

(২)

যখনি দেখিতে নারি, অন্ধকার আসে,
পথ খুঁজে মরে প্রাণ, তারি চারি পাশে!
কোথা হ'তে জ্বল দীপ, সম্মুখে তাহার?
নয়নে দরশ আসে, চলে সে আবার!
যখনি হৃদয় যত্নে ছিঁড়ে যায় তার,
সুরহীন হয়ে আসে সঙ্গীতের ধার
কোথা হ'তে অলক্ষিতে তুমি দাও সুর?
মহান সঙ্গীতে হয় প্রাণ ভরপুর!

(৩)

ঘুরিতে ঘুরিতে আজ জীবনের অন্ধকারে
সম্মুখে সকলি বন্ধ, দুই পথ দুই ধারে!
কোন পথে যাব আজ ভেবে ভেবে নাই পাই।
কে দেখাবে আলো মোরে? কেহ নাই! কেহ নাই!
কিছু নাই কিছু নাই পরাণের চারি পাশে!
আঁধার নয়নে আরো আঁধার ঘনায়ে আসে!

হে মোর বিজন বঁধু, হে আমার অন্তর্যামী!
কতদিন কতবার আভাস পেয়েছি আমি!
আজ কি বঞ্চিত হব, ফেলে যাবে একেবারে?
এ মহা বিজন রাতে এই ঘোর অন্ধকারে?
হা হা! হা হা! করি উঠে পরিচিত হাস্যরব!
কোথা তুমি কোথা তুমি এষে অন্ধকার সব!
যেখানেই থাক নাথ! আছ তুমি আছ তুমি!
সকল পরাণ মোর তোমার চরণ ভূমি।
ভাবনা ছাড়িনু তবে; এই দাঁড়াইনু আমি!—
যে পথে লইতে চাও ল'য়ে যাও অন্তর্যামী।

যে পথেই ল'য়ে যাও যে পথেই যাই;
 মনে রেখ আমি শুধু, তোমারেই চাই!
 প্রথম প্রভাতে সেই বাহিরিনু যবে,
 তোমার মোহন ওই বাঁশরীর রবে,
 সেদিন হইতে বঁধু!—আলোকে আঁধারে
 ফিরে ফিরে চাহিয়াছি পরাণের পারে!
 তোমারে পেয়েছি কি গো? তাত মনে নাই!
 সদাই পাবার তরে নয়ন ফিরাই!
 শৈশবে পথের ধারে করিয়াছি হেলা;
 সে কি শুধু অকারণ আপনার খেলা?
 সে দিন তোমারে বঁধু! পারিনি ধরিতে!—
 আমার খেলার মাঝে মোরে খেলাইতে!
 প্রমোদের দীপ জ্বালি খুঁজেছি তোমারে
 যৌবনে সকল মনে আপনা বিকাই!
 পুষ্পিত ঝঙ্কত সেই আলোক আগারে
 কেমনে রাখিলে বঁধু! আপনা লুকাই!
 সুখের মাঝারে শুধু সুখ খুঁজি নাই!
 তুমি জান দুঃখ মাঝে করেছি সন্ধান
 তোমারে তোমারে শুধু; পাই বা না পাই,
 বঁধু হে! তোমারি লাগি আকুল পরাণ!
 বঁধু হে! বঁধু হে! আমি তোমারেই চাই!—
 যে পথেই ল'য়ে যাও, যে পথেই যাই!

(৫)

এ পথেই যাব বঁধু? যাই তবে যাই!
চরণে বিঁধুক কাঁটা তাতে ক্ষতি নাই!
যদি প্রাণে ব্যথা লাগে, চোখে আসে জল,
ফিরিয়া ফিরিয়া তোমা ডাকিব কেবল।
পথের তুলিব ফুল কাঁটা ফেলি দিব
মনে মনে সেই ফুলে তোমা সাজাইব।
গুন গুন গাহি গান পথ চলি যাব,—
মনে মনে সেই গান তোমারে শুনাব!
দরশন নাই দিলে কাছে কাছে থেক!—
যদি ভয় পাই বঁধু! মাঝে মাঝে ডেক!

ভরা প্রাণে আজ আমি যেতেছি চলিয়া
 তোমারি দেখান এই বন পথ দিয়া!
 কত না সোহাগ ভরে তুলিতেছি ফুল
 কত না গরবে মোর হৃদয় আকুল!
 কত না বিচিত্র রাগে পরাণ কাঁপিছে!
 কত না আশার আশে হৃদয় নাচিছে!
 কে যেন কহিছে কথা হৃদয় মাঝারে!
 কে যেন আঁকিছে আলো নিশীথ আঁধারে।
 কে যেন কিজানি মোরে কয়েছে পান,—
 বাতাসে পত্রের মত মৰ্ম্মরে পরাণ।
 যেন কার তালে তালে ফেলিছি চরণ
 যেন কার গানে গানে ভরিচি জীবন।
 তোমারি মোহিনী এ যে তোমারি মোহিনী
 ভাবে ভোর তাই বঁধু! বুঝিতে পারিনি।